ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 101 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৫৭ ● কলকাতা ● ০৩ আশ্বিন, ১৪৩২ ● শনিবার ● ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 64

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

সেইজন্য মানুষকে সামুহিক জীবনী-শক্তির সাহায্য নিতে হয়। একবার মানুষের চিত্ত যদি পবিত্র ও শুদ্ধ হয়ে যায় তো ধীরে ধীরে চিত্ত সশক্ত হতে শুরু হয়ে যায়। আর এক সশক্ত চিত্ত খুব প্রভাবশালী হয়। এক প্রভাবশালী চিত্ত পরমাত্মার শক্তির মাধ্যম হয়ে যায়। এক প্রভাবশালী চিত্তযুক্ত মানুষ মনুষ্য সমাজের জন্যও কল্যাণকারী হয়। এরকম প্রভাবশালী চিত্তযুক্ত লোকেদের এক বিশিষ্ট স্থিতি প্রাপ্ত হয়ে যায়, সেইজন্য এরকম ব্যক্তি যে কোন প্রার্থনা করে, তা ঐ ব্যক্তির শুদ্ধ চিত্ত হওয়ার জন্য পরমাত্মা পূর্ণ করেন। এরকম লোকের পরমাত্মার শক্তির উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকে।

ক্রমশঃ

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে পুজো উদ্বোধনের তালিকা বেড়েই চলেছে

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

একটা সময় মানুষের ধারণা ছিল রাজনীতি ও ধর্মাচরণ দুটি পৃথক বিষয়। এই দুটি বিষয়কে কখনোই মেশানো উচিত নয়। কিন্তু এখন কনসেপ্ট পাল্টেছে। পুজোর মাধ্যমে যে ডিভিডেন্ট পাওয়া যায় তা বুঝতে পেরেছেন রাজনীতির মানুষেরা। সেই পথ ধরেই এ বছর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এক হাজারের বেশি পুজোর উদ্বোধন করতে চলেছেন। এবার মুখ্যমন্ত্রীর হাতে শারদোৎসবের সূচনা হবে রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর পুজো দিয়ে । ওইদিন শারদোৎসবের উদ্বোধন করলেও প্রতিমার উদ্বোধন করবেন না মমতা । মহালয়া থেকেই ফুল নিবেদন করে প্রতিমার মুখ উন্মোচন করবেন তিনি । গত কয়েক বছর ধরেই টানা তিনদিন ধরে ভার্চুয়াল মাধ্যমে জেলার পুজোর উদ্বোধন হয়ে আসছে । সূত্রের খবর, এবারও তাই হবে । জেলা থেকে প্রায় এক হাজারেরও বেশি পুজো প্যান্ডেলে উদ্বোধনের অনুরোধ এসেছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে । এই

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী

এবার থেকে

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

খাদ্যের অভাবেই সুন্দরবনের বাঘ চলে আসছে কুলতলীতে - মত বিশেষজ্ঞদের

বেবি চক্রবর্তী: দঃ ২৪ পরগনার

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলিতে বার বার করে চলে আসছে সুন্দরবনের বাঘ। আক্রমন করছে গোরু ছাগল সহ মানুষকে। প্রশ্ন উঠেছে কেন বার বার করে এটা ঘটছে? বাংলার গর্ব রয়েল বেঙ্গল টাইগার সাধারণত মানুষের বসতি এড়িয়ে চলে। তবে শীতকালে প্রায়ই দেখা যায় তারা লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। কুলতলির গৌড়ের চক কিংবা মোহনপুরের গঙ্গার ঘাটে এ ধরনের ঘটনা মানুষকে যেমন কৌতূহলী করে তোলে, তেমনি গ্রামাঞ্চলে ভয়ের সঞ্চার করে। মূলত খাদ্যাভাব, আশ্রয়ের অভাব এবং মানুষের অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপই শীতে বাঘকে লোকালয়ের দিকে ঠেলে দেয়। প্রথমত, শীতকালে বাঘের প্রধান শিকার যেমন হরিণ, বুনো শুয়োর কিংবা অন্যান্য বন্যপ্রাণী খাবারের সন্ধানে বনের গভীরে চলে যায়। এতে বাঘের খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ক্ষুধার্ত বাঘ তখন সহজলভ্য খাবারের খোঁজে গ্রামাঞ্চলের দিকে আসে। যেখানে গৃহপালিত গরু, ছাগল বা কুকুর সহজেই শিকার হতে পারে। এভাবেই খাদ্যের টানে বাঘ লোকালয়ে প্রবেশ করে। দ্বিতীয়ত, শীতের সময় আশ্রয়ের খোঁজে বাঘ প্রায়শই লোকালয়ের কাছাকাছি চলে আসে। ঠান্ডা থেকে বাঁচতে ঘন ঝোপঝাড় বা কোনও পরিত্যক্ত বাড়িঘর তাদের কাছে নিরাপদ আশ্রয় মনে হয়। পাশাপাশি বাঘের প্রজননের সময়ও তারা নিরিবিলি স্থান খুঁজে বেড়ায়, যা অনেক সময় লোকালয়ের কাছেই মিলে যায়। তৃতীয়ত, বনভূমি ধ্বংস ও মানুষের অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ বাঘের স্বাভাবিক বাসস্থান সংকুচিত করছে। মাছের ভেড়ি বসানো, গাছ কাটা কিংবা পর্যটকদের শব্দ বাঘকে বিরক্ত করে। ফলে তারা তাদের পুরনো এলাকা ছেড়ে নতুন আশ্রয়ের খোঁজে মানুষের কাছাকাছি চলে আসে। এক পরিসংখ্যান বলছে, নভেম্বর থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩৮ বারেরও বেশি বাঘ লোকালয়ে প্রবেশ করেছে।

চতুর্থত, অসুস্থ বা বয়স্ক বাঘ প্রায়শই শিকার করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। তখন তারা সহজ টার্গেট হিসেবে লোকালয়ের গবাদিপশুর দিকে ঝুঁকে পড়ে। এতে মানুষ ও বাঘ উভয়ের জীবন ঝুঁকির মুখে পড়ে। অনেক সময় আতঙ্কে গ্রামবাসীরা বাঘটিকে মেরে ফেলে, যা বাঘের সংখ্যা হ্রাস করে।সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো মানুষ ও বাঘের সংঘাত। খাবারের অভাব, বন ধ্বংস ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সংঘাত বাড়ছে। মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে, গবাদি পশু মারা যাচ্ছে, আবার বাঘকেও বন্দী বা হত্যা করা হচ্ছে। এর ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। তাই বনভূমি রক্ষা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং স্থানীয় মানুষকে সচেতন করা অত্যন্ত জরুরি।

বন্য শুকরের হামলায় জখম এক মহিলা সহ পাঁচজন, আতঙ্ক এলাকা জুড়ে

পার্থ ঝা,মালদা

একের পর এক মৃত্যুর রেস কাটতে না কাটতেই। এবারে বুনো শুকোরের তাণ্ডব। গুরুতর রক্তাক্ত এক মহিলা সহ মোট পাঁচজন। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মানিকচকের ভূতনি থানার অন্তর্গত দক্ষিণ চন্ডিপুর এলাকায়। স্থানীয় প্রতিবেশীরা গুরুতর রক্তাক্ত অবস্থায় আহতদের উদ্ধার করে। মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পাঁচজনের মধ্যে দুইজনের অবস্থা আশঙ্কা জনক থাকার কারণে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর মালদা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে পাঠান। বাকিদের চিকিৎসা চলছে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে। গুরুতর যখন অবস্থায় জয় মন্ডল এবং মায়া মন্ডলকে মালদা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে খবর। অন্যদিকে ধনপতি মন্ডল, জয়দেব মন্ডল এবং সঞ্জীব মন্ডল বর্তমানে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে বলে খবর। গত দুই দিনে বন্যার জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে দেড় বছরের শিশুসহ দুইজনের। বন্য শুকর আক্রমণের পর রীতিমতো আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে এলাকা জুড়ে।

(১ম পাতার পর)

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে পুজো উদ্বোধনের তালিকা বেড়েই চলেছে

মুহূর্তে নবান্নে চলছে শেষ মুহূর্তের ঝাড়াই বাছাইয়ের কাজ । মহালয়ার আগের দিন থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুজোর উদ্বোধন শুরু করবেন।শুরু হয়ে গেলো উৎসবের মেজাজ। এবার বাংলা জুড়ে শুধুই উৎসব, উৎসব আর উৎসব। এখনও পর্যন্ত যা ঠিক হয়েছে, তাতে মহালয়ার দিন রাজ্যের শাসকদলের উৎসব সংখ্যার সূচনা ছাড়াও রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের পুজো এবং অপর মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের পুজোর উদ্বোধন-সহ একাধিক পুজোর উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেদিন থেকেই ভার্চুয়াল মাধ্যমে জেলার পুজোর উদ্বোধনের কাজ শুরু করবেন তিনি । ইতিমধ্যেই কোন কোন জেলায়, কোন কোন পুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন হবে, তার তালিকা তৈরি শুরু হয়েছে ।যেসব পুজোর উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী করবেন, সেগুলির উদ্যোক্তারা প্রস্তুতি শেষ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন । বিশেষত কলকাতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জেলাগুলিও এবার নিজেদের প্যান্ডেল, প্রতিমা ও থিমে নতুনত্ব আনতে চেষ্টা করছে । এবারের বিশেষ আকর্ষণ, মহালয়ার দিনই মুখ্যমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের চেতলা অগ্রণীর পুজোতে দেবী দুর্গার চক্ষুদান করবেন মুখ্যমন্ত্রী । সেখান থেকেই সূচনা হবে ভার্চুয়াল উদ্বোধনের । এরপর জেলায় জেলায় একাধিক পুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন তিনি । এর ফলে জেলার পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে যথেষ্ট উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে ।

বাসন্তীতে সমীক্ষার নামে তথ্য পাচারের অভিযোগে চাঞ্চল্য !

নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী

দেশ জুড়ে এসআইআর বিতর্কের মধ্যেই সমীক্ষার আড়ালে তথ্য সংগ্রহ করে দিল্লিতে পাচারের অভিযোগে উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার বাসন্তী ব্লকের কাঁঠালবেড়িয়া গ্রামে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে সমীক্ষা চালানোর সময় স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়লেন উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি থানার দাউদপুর গ্রামের বাসিন্দা সুজাতা সানা নামে এক তরুণী।

স্থানীয় সূত্রে জানাগিয়েছে, ওই তরুণী বাসিন্দাদের কাছে নানান প্রশ্ন করছিল! তার প্রশ্ন তালিকার প্রশ্ন গুলো ছিল "কোন রাজনৈতিক দল ভালো?", "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়! কে বেশি জনপ্রিয়?", "পাকা বাড়ি নাকি কাঁচা মাটির বাড়ি পছন্দ?", এমনকি "পাকিস্তান না বাংলাদেশ কাকে ভালোবাসেন?"। আর এই প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহের পাশাপাশি তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের আধার নম্বর, ভোটার কার্ডের নম্বরসহ ব্যক্তিগত তথ্যও সংগ্রহ করছিলেন। অভিযোগ, ফর্ম পূরণের পর তথ্যগুলো 'এনসিএস' নামের একটি পোর্টালের মাধ্যমে নিউ দিল্লির দ্বারকা এলাকার ইমপেটুস রিসার্চ প্রাইভেট লিমিটেড ইন্ডিয়া নামের এক বেসরকারি অফিসে পাঠাচ্ছিলেন ওই তরুণী। আর এই ঘটনা ঘটার সময়ে কয়েকজন গ্রাম বাসীর সন্দেহ হতেই এলাকাবাসীরা তাঁকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। পরে বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ রাজা গাজী সেখানে গিয়ে ঐ মহিলা কে আরও প্রশ্ন করলে তখনও তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেননি! উপরন্ত তাঁর কথাবার্তায় অসঙ্গতি ধরা পড়লে তাঁকে বাসন্তী থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ দীর্ঘক্ষণ জেরা করার পরে বড় ধরনের কোন অসঙ্গতি না মেলায় পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় ।

আর এই ভুয়ো সমীক্ষা সামনে আসতেই দিল্লীর বিজেপি সরকার কে নিশানা করে বাসন্তীর তৃণমূল বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন, "কেন্দ্র রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। বিভিন্ন সংস্থাকে ব্যবহার করে সমীক্ষার নামে তথ্য দিল্লিতে পাচার করা হচ্ছে।কাঁঠালবেড়িয়ার ঘটনা তারই এক উদাহরণ। ওই তরুণীর কাছে বৈধ অনুমতিপত্র ছিল না। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে, চক্রান্তকারীরা ধরা পড়বেই।" আর ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মধক্ষ্য নুর এলাহী গাজী ওরফে রাজা গাজী বলেন, "এক মহিলা সমীক্ষার নামে বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন করে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। আমাদের সন্দেহ হওয়ায় তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দিই। কোন এক রাজনৈতিক দল নিজে দের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরাজ্যে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে, কিন্তু বাংলার মানুষ সজ্ঘবদ্ধ। তাঁরা কোনো পরিকল্পিত ফাঁদে পা দেবেন না।" আর এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার পরে পুলিশ সূত্রে জানাগিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে। সমীক্ষার বৈধতা ও ওই সংস্থার অনুমতির নথি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেই সঙ্গে স্থানীয়দের সতর্ক থাকার পরামর্শও দেওয়া হচ্ছে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারকে পুলিশের নোটিস নিয়ে যা বললেন পুলিশ কমিশনার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার পুজো কমিটিকে চতুর্থ নোটিস দিয়েছে পুলিশ। ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে পুলিশের তরফে। যা নিয়ে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার পুজো কমিটির প্রধান উদ্যোক্তা বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ। এবার তাদের থিম অপারেশন সিঁদুর।এবছর সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজোর থিম 'অপারেশন সিঁদুর'। মুচিপাড়া থানার তরফে পাঠানো চিঠিতে বেশ কিছু নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। যেমন, মণ্ডপে ঢোকা ও বেরনোর ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জায়গা রাখতে হবে। মণ্ডপ থেকে বেরনোর গেটের কাছে বা পার্কের পূর্ব প্রান্তে কোনও হকার, স্টল বা বিক্রেতাকে বসতে দেওয়া হবে না। মণ্ডপের ভিতরে বা আশেপাশে কোনও ধরনের লাইন্ড অ্যান্ড সাউন্ড শো করা যাবে না। মণ্ডপ চত্বরে অন্তত ৬০টি CC ক্যামেরা বসাতে হবে। ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মোড় থেকে ঢোকার গেট পর্যন্ত কোনও বিজ্ঞাপনের গেট বা সেই ধরনের কোনও কাঠামো রাখা যাবে না। নাগরদোলনা বা কোনও জয় রাইড বসানো যাবে না। ২৫০ জন প্রশিক্ষিত ভলান্টিয়ারকে মোতায়েন করতে হবে। পুলিশের এই চিঠি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ। এই পরিস্থিতিতে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার পুজো কমিটিকে পুলিশের নোটিস দেওয়া নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা তিনি বলেন, "দুর্গাপুজোয় আমাদের

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

আয়ুর্বেদ দিবস ২০২৫ – এর কার্টেন রেজার উপলক্ষ্যে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী প্রতাপ রাও যাদব

আয়ুর্বেদ দিবস ২০২৫ – এর কার্টেন রেজার উপলক্ষ্যে আজ নতুন দিল্লির জাতীয় মিডিয়া সেন্টারে আয়ুষ মন্ত্রকের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় আয়ুষ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রতাপ রাও যাদব দশম আয়ুর্বেদ দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে সাংবাদিকদের জানান। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর গোয়ার অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ আয়ুর্বেদ – এ এই উদযাপনের আয়োজন করা হয়েছে।

শ্রী যাদব বলেন, আয়ুর্বেদ এক সার্বিক প্রমাণ-নির্ভর, পরিবেশ-বান্ধব স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থা। আয়ুর্বেদ নিছক চিকিৎসা বিজ্ঞান নয়, এটি জীবনের এমন এক অঙ্গ, যা ব্যক্তি ও তার পরিবেশের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে। আয়ুষের উপর প্রথম সর্বভারতীয় এনএসএসও সমীক্ষার কথা উল্লেখ করে শ্রী যাদব বলেন, আয়ুর্বেদ আজ ভারতের গ্রাম, শহর সর্বত্রই ব্যাপকভাবে সমাদৃত হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় আয়ুষ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২৩ সেপ্টেম্বরকে আয়ুর্বেদ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে ভারত সরকার এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়েছে। এই বছরের আয়ুর্বেদ দিবসের মূল ভাবনা হ'ল – মানুষ ও গ্রহের জন্য আয়ুর্বেদ। এর থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় আয়ুর্বেদকে এক সুস্থিত সংযুক্ত সমাধান হিসেবে তুলে ধরতে ভারতের অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটে।

মন্ত্রী জানান, আয়ুর্বেদ দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক প্রচারাভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। এর মধ্যে পড়ুয়াদের জন্য রয়েছে – 'লিটল স্টেপস টু ওয়েলনেস', বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের মোকাবিলায় 'লিড দ্য মিসলিড', স্থূলতার মোকাবিলায় 'আয়ুর্বেদ আহার ফর ওবেসিটি' শীর্ষক প্রচারাভিযান। এছাড়া গাছপালা ও পশুপাখির স্বাস্থ্যে আয়ুর্বেদের অবদান নিয়ে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। বিশেষ জোর দেওয়া হবে আয়ুর্বেদের সাহায্যে ক্যান্সার মোকাবিলা, আয়ুর্বেদের ডিজিটাল রূপান্তর এবং সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে অংশীদারিত্বের লক্ষ্যে 'সংহিতা সে সংবাদ' কর্মসূচির উপর।

শ্রী যাদব জানান, ২০১৬ সাল থেকে আয়ুর্বেদ দিবসের সূচনা হয়েছে। গত বছর ১৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। নবম আয়ুর্বেদ দিবসে অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ আয়ুর্বেদের দ্বিতীয় পর্যায়, আয়ুর্বেদের ৪টি উৎকর্ষ কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রকৃতি পরীক্ষণ অভিযানের সূচনা করেছিলেন। ১২ হাজার ৮৫০ কোটি টাকার বিনিয়োগ সার্বিক স্বাস্থ্য পরিচর্চার ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের ভূমিকাকে আরও সুদৃঢ় করেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ আয়ুর্বেদের নির্দেশক ডঃ প্রদীপ কুমার প্রজাপতি আগামী আয়ুর্বেদ দিবস উদযাপনের বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে জানান।

কার্টেন রেজার – এ আয়ুষ মন্ত্রকের উপ-মহানির্দেশক শ্রী সত্যজিৎ পাল, পিআইবি'র মুখ্য মহানির্দেশক শ্রী ধীরেন্দ্র ওঝা প্রমুখ উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(সাইত্রিশতম পর্ব)

হন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মহারাজের প্রতিবেশী চূড়ামণি দত্ত। সব সময়ই তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে টেক্কা দিতে চেষ্টা করতেন।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ২২ শে নভেম্বর মহারাজা নবকৃষ্ণ ঘুমের মধ্যেই মারা যান। সে কালে গঙ্গাতীরে মৃত্যু না হলে লোকে তাকে অপঘাত মৃত্যু বলেই মনে করত। নবকৃষ্ণের মৃত্যুকে লোকে অপঘাতে মৃত্য বলেই মনে করল।

কিছু দিনের মধ্যে প্রয়াত মহারাজের প্রতিবেশী চূড়ামণি দত্ত সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চূড়ামণি বুঝতে পারলেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন।

তিনি তখন রূপোর চতুর্দোলায়

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারকে পুলিশের নোটিস নিয়ে যা বললেন পুলিশ কমিশনার

একটাই লক্ষ্য থাকে সবসময়,সেটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা। নিরাপত্তা কীভাবে নিশ্চিত করা যাবে, সেটাই কলকাতা পুলিশের টার্গেট থাকে। পুজো কমিটি যারা আছে, নিশ্চয়ই তাদেরও একই টার্গেট থাকে। কীভাবে ভিড় ম্যানেজ করতে হবে, কতটা ভিড় আছে এবং আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা কেমন আছে, সেটা দেখেই, যে চিঠিগুলো বলা হয়েছে, তার কন্টেন্ট দেখেই বুঝতে পারবেন...এটা মানুষের নিরাপত্তা কীভাবে নিশ্চিত করতে হবে, তার উপরই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। উনি (সজল ঘোষ) কী বলছেন তার উপর আমার কিছু বক্তব্য করা উচিত হবে না, কিন্তু কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে যে চেষ্টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।"চতুর্থ নোটিস পাওয়া নিয়ে সজল ঘোষ বলেছিলেন, "এই নিয়ে আমরা চতুর্থ পুলিশের চিঠি পেলাম। ওসির কথা আইন নয়। আমরা আইনের কথা মানব। কলকাতা শহরে যদি একটা দুর্গাপুজোর জায়গা ঢোকা বেরনো-সহ, রাস্তাঘাট-সহ আমার থেকে কেউ বেশি বড় দেখাতে পারে, তাহলে আমি পুজোর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখব না। বলছে. হোর্ডিং-বিজ্ঞাপন লাগানো যাবে না। এই অধিকার কে দিয়েছে পুলিশকে। নাগরদোলার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ, স্টলের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ ...পুলিশ নিজেকে বাবার জমিদারি ভাবছে মনে হয়।"

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তিনি প্রকৃতি, কাজেই তিনি প্রকৃতিদূষণের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ। কালী আমাদের আক্রান্ত জাতির প্রতিরক্ষা। তাঁর লোলজিহ্বা তাঁর ক্ষুধার দ্যোতক, তিনি কাল-অগ্নি, তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে জন্ম দিয়েছেন, তাঁর মধ্যেই লয় পাব আমরা। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক তার মূল সচিবালয় সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা দপ্তরগুলিতে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা এবং বকেয়া কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ২ থেকে ৩১ অক্টোবর বিশেষ অভিযান ৫.০ বাস্তবায়িত করবে

নতুন দিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক তার মূল সচিবালয় সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা দপ্তরগুলিতে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা এবং বকেয়া কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ২ থেকে ৩১ অক্টোবর বিশেষ অভিযান ৫.০ বাস্তবায়িত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিশেষ অভিযান ৫.০ –এর প্রস্তুতি উপলক্ষ্যে মূল সচিবালয় সহ সমস্ত দপ্তরে এই অভিযানকে সফল করার জন্য যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বকেয়া বিভিন্ন কাজ চিহ্নিত করা ছাড়াও দপ্তরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অব্যবহৃত জিনিসপত্র বাতিল, বৈদ্যুতিন বর্জ্য অপসারণ এবং দপ্তরগুলির সৌন্দর্যায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য নোডাল অফিসার মনোনীত করা হয়েছে।

মন্ত্রকের সচিব শ্রী সঞ্জয় জাজু ১২ সেপ্টেম্বর এই অভিযানের প্রস্তুতির বিষয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন। তিনি বর্তমান বছরে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। পূর্ববর্তী বছরগুলি থেকেও এবছরে মন্ত্রক এই অভিযানকে সফল করে তুলতে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করছে। বিভিন্ন বকেয়া সমস্যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাধান করা ছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরগুলির অভিজ্ঞতা নিরিখে বলা যায়, এই উদ্যোগের ফলে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় হবে এবং অনেক জায়গাকে জঞ্জাল মুক্ত করা যাবে।

২০২১ সালে এই বিশেষ অভিযানের সূচনা হয়। সেই সময় থেকে এ পর্যন্ত এই অভিযানের ফলে ৩৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে। ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ১০ লক্ষ ২৬ হাজার কিলোগ্রাম জঞ্জাল সাফাইয়ের পাশাপাশি ১২ লক্ষ ৯০ হাজার বর্গফুট অঞ্চল নতুন করে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা গেছে। এছাড়াও ১ লক্ষ ৬৯ হাজার ফাইল বাতিল করা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ অভিযান ২.০ থেকে এবছরের আগস্ট মাস পর্যন্ত মোট ৪ হাজার ৯৪৮টি অভিযান সংগঠিত হয়েছে। এর ফলে, ১২ হাজার ৬০৫টি জায়গাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা গেছে।

শ্রী গুরু গোবিন্দ সিং জি এবং মাতা সাহেব কৌর জি-র অমূল্য ও পবিত্র 'জোরে সাহিব'-এর সংরক্ষণ ও যথাযথ প্রদর্শনের প্রস্তাব দিতে আসা শিখ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ শিখ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তাঁরা শ্রী গুরু গোবিন্দ সিং জি এবং মাতা সাহেব কৌর জি-র অমূল্য ও পবিত্র 'জোরে সাহিব'-এর সংরক্ষণ ও যথাযথ প্রদর্শন নিয়ে প্রস্তাবগুচ্ছ তাঁর হাতে তুলে দেন। শ্রী মোদী বলেন, 'জোরে সাহিব'-এর মতো পবিত্র পুরাণিদর্শন মহিমান্বিত শিখ ইতিহাসের এক পবিত্র অংশ এবং তা দেশের সাংস্কৃতিক গরিমার অঙ্গ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী হরদীপ সিং পুরির কথা প্রসঙ্গে শ্রী মোদী জানান :

"শিখ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাতে আমি খুশি। তাঁরা আমাকে শ্রী গুরু গোবিন্দ সিং জি এবং মাতা সাহেব কৌর জি-র অমূল্য ও পবিত্র 'জোরে সাহিব'-এর সংরক্ষণ ও যথাযথ প্রদর্শনের জন্য প্রস্তাবগুচ্ছ দিয়েছেন। তা আমাদের রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক গরিমার অঙ্গস্বরূপ।

এই পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন আগামী প্রজন্মকে শ্রী গুরু গোবিন্দ সিং জি-র সাহসিকতা, ন্যায়পরায়নতা, ন্যায় বিচার এবং সামাজিক ঐক্যের পথে অনুপ্রাণিত করবে।"

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভেস্তে গেলো আমেরিকা ও পাক আঁতাত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলোচ বিদ্রোহীদের 'জঙ্গি' আখ্যা দিতে রাজি না আমেরিকা। স্বাভাবিক কারণেই আমেরিকার সঙ্গে আর নতুন রসায়নের পথে যেতে পাকিস্তান। স্বাধীনতাকামী বালোচ লিবারেশন আর্মিকে ঘিরে দ্বিচারিতা আমেরিকার! মাসখানেক আগেই পাকিস্তানের মন রেখে বালোচ আর্মিকে জঙ্গি তকমা দিয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। কিন্তু বৃহস্পতিবার সেই একই দাবি রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে খারিজ করে দিল আমেরিকা। উল্লেখ্য, বালোচ আর্মিকে জঙ্গি তকমা দেওয়ার আর্জি নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারস্থ হয়েছিল পাকিস্তান এবং চিন। কিন্তু সেই আর্জি খারিজ হয়ে গিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের তরফে আবেদন করা হয়, বালোচ লিবারেশন আর্মি এবং তার আত্মঘাতী স্কোয়াড মাজিদ ব্রিগেডকে জঙ্গি তকমা দেওয়া হোক। প্রশ্ন উঠেছে, সত্যি কি বলোচ বিদ্রোহীরা জঙ্গি? বিশ্ব কূটনৈতিক মহলের ধারণা, দীর্ঘদিনের অবদমনের ফলে বালুচিস্থানের মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করেছে। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের তরফে আবেদন করা হয়, বালোচ লিবারেশন আর্মি এবং তার আত্মঘাতী স্কোয়াড মাজিদ ব্রিগেডকে জঙ্গি তকমা দেওয়া হোক। সীমান্ত সন্ত্রাস চালাতে আফগানিস্তানের মদতে অন্তত ৬০টি ক্যাম্প চালাচ্ছে বালোচরা, এমনটাই দাবি পাকিস্তানের। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য চিনও এই প্রস্তাবে সহমত পোষণ করে। কিন্তু আমেরিকা, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। ফলে মুখ পুড়ে গেছে পাকিস্তানের।

ভারতের বিকাশে নীল অর্থনীতি কিভাবে মূল ভিত্তি হয়ে উঠছে তা নিয়ে একটি নিবন্ধ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের বিকাশে, সমৃদ্ধির সমন্বয়, সুস্থায়িত্ব এবং জাতীয় শক্তি ক্ষেত্রে নীল অর্থনীতি কিভাবে মূল ভিত্তি হয়ে উঠছে তা নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং-এর লেখা একটি নিবন্ধ আজ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

এক্স সমাজ মাধ্যমে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং-এর একটি পোস্টের উত্তরে শ্রী মোদী লিখেছেন:

“কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী @DrJitendraSingh লিখেছেন, ভারতের বিকাশে, সমৃদ্ধির সমন্বয়, সুস্থায়িত্ব এবং জাতীয় শক্তি ক্ষেত্রে নীল অর্থনীতি মূল ভিত্তি হয়ে উঠছে। সাগরমালা, ডিপ ওশান মিশন এবং হরিত সাগর মিশনের মতো উদ্যোগ সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবহারের পাশাপাশি সম্প্রদায়গত সশক্তিকরণ, উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং বিশ্ব সাগর পরিচালন ক্ষেত্রে ভারতের নেতৃত্বকে কি করে শক্তিশালী করে তুলছে, তার পথনির্দেশ গড়ে দিয়েছে।”

মিশন সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি এবং পোষণ ২.০ নিয়ে একটি নিবন্ধ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মিশন সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি এবং পোষণ ২.০ নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীর একটি নিবন্ধ আজ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনে এটিকে এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বলে নিবন্ধে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। এক্স সমাজ মাধ্যমে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীর একটি পোস্টের উত্তরে শ্রী মোদী লিখেছেন :

“মিশন সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি এবং পোষণ ২.০ শিশু, কিশোরী এবং গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনে এক বড় উদ্যোগ। এরফলে দেশজুড়ে অঙ্গনওয়াড়ি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। মহিলা এবং শিশু বিকাশ মন্ত্রকের এই যোজনায় কেমন করে কোটি কোটি শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ে উঠছে তা নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী তাঁর নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন...।”

সিনেমার খবর

পূজা দিয়ে ‘রঘু ডাকাত’ ছবির সাফল্য কামনা দেব-ইধিকার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন দুর্গা পূজায় মুক্তি পাচ্ছে এসভিএফ ও দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার্সের যৌথ প্রযোজনা ‘রঘু ডাকাত’। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে ছবির প্রচার।

শনিবার মালদায় প্রচার শেষে টিম ‘রঘু ডাকাত’ পৌঁছায় শিলিগুড়িতে। সেখানে সেবক কালীবাড়ি মন্দিরে পূজা দিয়ে মিলিতভাবে ছবির সাফল্যের প্রার্থনা করেন ছবির নায়ক দেব, অভিনেত্রী ইধিকা পাল, সোহিনী সরকার, ওম সাহানি সহ অন্যান্য কলাকুশলীরা।

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা যায়, কালো পোশাকে উপস্থিত ছিলেন দেব, ইধিকা ও ওম সাহানি, আর সোহিনী পরেছিলেন লাল শাড়ি। কপালে সিঁদুরের তিলক পরা দেবকে মন্দিরের পুরোহিত উত্তরীয় দেন। পাশাপাশি ভিডিওতে দেখা যায়, দেব তার হাতে হলুদ সুতো বাঁধছেন।

উল্লেখ্য, এর আগে ‘খাদান’ ছবির সময় দেব ও ইধিকাকে নৈহাটির বড়মার মন্দিরে পুজো দিতে দেখা গিয়েছিল। এমনকি ‘ধূমকেতু’ ছবির মুক্তির আগের দিনও শুভশ্রীর সঙ্গে দেব একইভাবে পূজা অর্চনা করেছিলেন বড়মার কাছে।

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং যাওয়ার পথে অবস্থিত সেবকেশ্বরী কালী মন্দির, যা সেবক কালীবাড়ি নামে পরিচিত। সেখানেই পুজো দিয়ে টিম ‘রঘু ডাকাত’ রওনা দেয় দার্জিলিংয়ের প্রচারের উদ্দেশ্যে।

কোনো কিছুতে তাড়াহুড়ো করতে চাই না: ইলিয়ানা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অভিনয়ে ফিরছেন বলিউড ও দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার আলোচিত অভিনেত্রী ইলিয়ানা ডিক্রুজ। এই খবর চমকে যাওয়ার মতো! কারণ তিনি যে আবার কখনও ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবেন তা নিয়ে অনেকের সংশয় ছিল। সংশয়ে ছিলেন এ জন্য যে, প্রথম সন্তান কোয়ার জন্মের পর পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশনে ভুগতে শুরু করেছিলেন দক্ষিণ ভারতীয় এই তারকা।

অবসাদ তাঁকে এতটাই পেয়ে বসেছিল যে, ছেলে কোয়ার ঠিকমতো যত্নও নিতেন না তিনি। এক অপরাধবোধ কাজ করত মনের মধ্যে। সে কথা অভিনেত্রী নিজেই বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন। তাই চলতি বছর আবার যখন তাঁর মা হওয়ার খবর প্রকাশ পেল, তখন অনেকেই ধরে নিয়েছেন, এরপর আর হয়তো বড় পর্দায় ইলিয়ানাকে দেখা যাবে না। কিন্তু অনেকের ধারণা ভুল প্রমাণ করে পর্দায় ফেরার ঘোষণা দিয়েছেন অভিনেত্রী নিজে।

সদ্য দ্বিতীয় সন্তানের মা হয়েছেন তিনি। আর মাতৃত্বকালীন বিরতি কাটিয়ে অভিনয়ে ফেরার ইচ্ছা সবার সঙ্গে শেয়ার করেছেন। দ্য ডেইলি জাগরণসহ ভারতের একাধিক সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেছে, চলতি বছর ১৯ জুন ইলিয়ানা তাঁর দ্বিতীয় পুত্র, কিয়ানু রাফে ডোলান জন্ম দিয়েছেন। আর সন্তানের বয়স দুই মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই জানালেন সিনেমায় ফিরে আসা নিয়ে তাঁর পরিকল্পনার কথা।

সম্প্রতি ‘ফ্রিডম টু ফিড’ লাইভ সেশনে অভিনেত্রী নেহা ধুপিয়ার সঙ্গে এক কথোপকথনে, ইলিয়ানা ডিক্রুজ তাঁর মাতৃত্বের পর্ব এবং তিনি কীভাবে পর্দায় থাকার অভাব অনুভব করেন তা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করেছেন।

এই অভিনেত্রী বলেছেন, ‘আমি জানি না, মানুষ আমাকে কতটা মিস করে। শুধু জানি, আমি আমার কাজকে সত্যি ভালোবাসি। সে কারণে পর্দায় থাকা, বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করা এবং অসাধারণ মানুষদের সঙ্গে কাজ করা মিস করি। আমি ভাগ্যবান এ কারণে যে, অভিনয় ক্যারিয়ারে গুণী শিল্পী ও নির্মাতাদের সঙ্গে দারুণ কিছু কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম; যা কখনও ভুলে থাকা সম্ভব নয়। তাই আবারও নতুন কোনো চরিত্র হয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর ইচ্ছা এখনও মনের মধ্যে লালন করে যাচ্ছি। তবে কোনো কিছু নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে চাই না।’

তিনি আওর বলেন, ‘অভিনয়ে ফিরে আসতে চাই ঠিকই, তবে আমার ছেলেদের সঙ্গে থাকা এবং তাদের যত্ন নেওয়াকেও অগ্রাধিকার দিতে চাই। এখন আর এলোমেলোভাবে কাজ করার ইচ্ছাও নেই। তাই ফিরে আসার আগে আমি কেবল মানসিকভাবে নয়, শারীরিকভাবেও নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য সময় নেব।’

যুক্তরাজ্যে কারিনার অনুষ্ঠান ঘিরে হট্টগোল, ভিড়ে অজ্ঞান ভক্ত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে একটি জুয়েলারি শো-রুম উদ্বোধনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন বলিউড অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খান। মঞ্চে তার উপস্থিতি ও পরিবেশনা আনন্দ ছড়ালেও ভেন্যুর বাইরে পরিস্থিতি ততটাই ভিন্ন ছিল। ভিড়ের মধ্যে এক নারী ভক্ত হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

সম্প্রতি বার্মিংহামে ওই অনুষ্ঠানে কারিনাকে এক নজর দেখার জন্য হাজারো ভক্ত ভিড় জমান। অনেকে তার জন্য উপহার নিয়ে যান। কিছু উপহার নিজ হাতে গ্রহণও করেন কারিনা। মঞ্চে তিনি ‘ফেভিকল সে’ গানের সঙ্গে নাচেন এবং দর্শকদের

অভিবাদন জানান।

অনুষ্ঠান মাতালেও বাইরের চিত্র সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এক ভিডিওতে দেখা যায়, ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ একজন নারী মাটিতে পড়ে যান। নিরাপত্তাকর্মীরা দ্রুত তাকে চিকিৎসা সহায়তার জন্য নিয়ে যান। এতে উপস্থিতদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয় এবং বড় আয়োজনে ভিড় নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

এদিন কারিনা পরেছিলেন ডিজাইনার মণীশ মালহোত্রার তৈরি ঝলমলে শাড়ি, সঙ্গে ছিল হালকা মেকআপ ও ডায়মন্ড জুয়েলারি। ইভেন্টের ছবি কারিনা নিজেই ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেন। সেখানে বোন কারিশমা কাপুর লিখেছেন, ‘আমার হীরা।’ স্বামী সাইফ আলি খানের বোন সাবা পাতৌদিও মন্তব্য করেছেন, ‘ফ্যাবুলাস ভাবি।’

প্রসঙ্গত, মেঘনা গুলজারের পরিচালনায় ক্রাইম-থ্রিলার ‘দায়রা’ সিনেমার প্রস্তুতি নিয়ে কারিনা কাপুর ব্যস্ত সময় পার করছেন। এতে তার সঙ্গে প্রথমবার অভিনয় করবেন মালায়ালম তারকা পৃথ্বীরাজ সুকুমারন।

পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে নিজের প্রতি অসম্মানের অভিযোগ গেইলের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি পাঞ্জাব কিংসের প্রতি ক্ষোভ উগড়ে দিলেন ক্রিস গেইল। ক্যারিবিয়ান মহাতারকার অভিযোগ, তাকে অসম্মান করেছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। তিনি বললেন, ওই সময় মানসিকভাবে খুব ভেঙে পড়েছিলেন তিনি।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের অনেক রেকর্ডের মালিক গেইল। সবচেয়ে বেশি রান, সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি, সবচেয়ে বেশি ছক্কা, সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস, আরও কত রেকর্ড তার সঙ্গী। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলেছেন তিনি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রান করেছেন আইপিএলে। ২০০৯ থেকে ২০২১ পর্যন্ত কলকাতা নাইট রাইডার্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের (পরে হয় পাঞ্জাব কিংস) প্রতিনিধিত্ব করে ভারতের এই লিগে সব মিলিয়ে ১৪২ ম্যাচে তার রান ৪ হাজার ৯৬৫।

২০২১ সালে পাঞ্জাবের হয়ে তার সবশেষ আইপিএল আসর ভালো কাটেনি। আসরের মাঝপথে তিনি টুর্নামেন্ট ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কারণ হিসেবে ওই সময়, আইপিএলের জৈব সুরক্ষা বলয়ে থাকার ক্লান্তির কথা বলেছিলেন গেইল। তবে সেটি যে মূল কারণ ছিল না।

গেইল জানান, "পাঞ্জাবের সঙ্গে আমার আইপিএল ক্যারিয়ার আসলে সময়ের আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবে আমাকে অসম্মান করা হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল যে, লিগের জন্য এত কিছু করা ও ফ্র্যাঞ্চাইজির মান বাড়ানো একজন সিনিয়র খেলোয়াড় হিসেবে আমার সঙ্গে সঠিক আচরণ করা হয়নি। পরিবর্তে তারা আমাকে শিশুর মতো দেখেছিল। জীবনে প্রথমবারের মতো মনে হয়েছিল যে, আমি হতাশায় ডুবে যাচ্ছি।"

তিনি আরও বলেন, "মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য অর্থের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অনিলকে (কুম্বলে, পাঞ্জাবের তখনকার প্রধান কোচ) ফোন করে বলেছিলাম যে, আমি চলে যাচ্ছি। সেই সময় আমাদের বিশ্বকাপ কাছাকাছি ছিল এবং জৈব সুরক্ষা বলয় আটকে ছিলাম, যা আমাকে মানসিকভাবে শেষ করে দিচ্ছিল। মুম্বাইয়ের বিপক্ষে আমার শেষ ম্যাচের পর ভাবলাম, 'সবকিছু অর্থহীন। এখানে থাকলে আমি নিজের আরও ক্ষতি করব।'"

২০২১ সালের আইপিএল ভারতে শুরু হওয়ার পর মাঝপথে স্থগিত করা হয়েছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর মধ্যে কোভিডে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায়। কয়েক মাস পর আসর আবার শুরু হয়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরাতে। আবু ধাবিতে গেইল তার শেষ ম্যাচ খেলেছিলেন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে। সেবার ১০ ম্যাচ খেলে গেইল করতে পেরেছিলেন কেবল ১৯৩ রান। ছিল না কোনো ফিফটি। ওই সময়ে মানসিকভাবে তিনি কতটা ভেঙে পড়েছিলেন, আবার বললেন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির প্রথম সেঞ্চুরিয়ান গেইল।

টানা তৃতীয়বার বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে তিউনিসিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টানা তৃতীয়বার বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নিয়েছে তিউনিসিয়া। ইকুয়েটোরিয়াল গিনিকে হারিয়ে দুই ম্যাচ হাতে রেখে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকেট নিশ্চিত করেছে দলটি।

আফ্রিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) ১-০ গোলে জিতে লক্ষ্যপূরণ করে তিউনিসিয়া। তিউনিসিয়ার জয়ের নায়ক মোহামেদ বেন। যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন এই মিডফিল্ডার।

আট ম্যাচে সাত জয় ও এক ড্রয়ে তিউনিসয়ার পয়েন্ট হলো ২২। সাত ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে নামিবিয়া। তাই কোনোভাবেই আর তিউনিসিয়াকে ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় নামিবিয়া বা গ্রুপের অন্য দলের পক্ষে।

গত দুই বিশ্বকাপে গ্রুপপর্ব থেকে বিদায় নিয়েছিল তিউনিসিয়া। ৯টি গ্রুপে ৬টি করে দল নিয়ে হচ্ছে এই অঞ্চলের বাছাইপর্ব। প্রতিটি গ্রুপের সেরা দল সরাসরি সুযোগ পাবে ৪৮ দলের আগামী বছরের বিশ্বকাপে।

একিতিকের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আলেকসান্দার ইসাককে লিভারপুলে স্বাগত জানিয়েছেন ক্লাবের আরেক ফুটবলার উগো একিতিকে। ব্রিটিশ ট্রান্সফার ফির নতুন রেকর্ড গড়ে সুইডিশ স্ট্রাইকারের অ্যানফিল্ডে আগমনকে ইতিবাচক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন ফরাসি ফরোয়ার্ড একিতিকে।

লিভারপুল শিবিরে একিতিকেও নতুন সদস্য। গত জুলাইয়ে প্রায় আট কোটি পাউন্ড খরচ করে তাকে দলে নেয় লিভারপুল। এরপর গ্রীষ্মের দলবদলের একেবারে শেষ দিনে নিউক্যাসল ইউনাইটেড থেকে ইসাককে সাড়ে ১২ কোটি পাউন্ডে চুক্তিভুক্ত করে লিভারপুল। তাদের আগে গত জুনে ১০ কোটি পাউন্ডে বায়ার লেভারকুজেন থেকে তারকা অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ফ্লোরিয়ান ভিয়েৎসকে দলে যোগ করে ইংলিশ চ্যাম্পিয়নরা।

আর আগে থেকে লিভারপুলে আছেন তারকা স্ট্রাইকার মোহামেদ সালাহ ও ফরোয়ার্ড কোডি হাকপো। এত এত পরীক্ষিত সব ফরোয়ার্ডদের নিয়ে নিশ্চিতভাবেই দলটির আক্রমণভাগ আরও শক্তিশালী হবে। সেই সঙ্গে বাড়বে দলে জায়গা পাওয়ার লড়াইও। একিতিকে অবশ্য ইতোমধ্যে নতুন ঠিকানায় আলো ছড়ানো শুরু করেছেন; চার ম্যাচে তিন গোল করেছেন তিনি। তাতে তার আত্মবিশ্বাসও বেড়েছে অনেক। গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে তার কণ্ঠে সেটাই প্রকাশ পেল।

তিনি জানান, "সেরা দলে খেললে শীর্ষ খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবেই। ইসাক এমন একজন, যার খেলা আমি আগে থেকেই দেখতাম, তাকে এখানে পাওয়া আনন্দের। শুরুর একাদশে জায়গা পেতে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। আমি কঠোর পরিশ্রম করে ভালো পারফর্ম করার চেষ্টা করব। এরপর কে খেলবে, সেটা কোচের ভাবনা।"

প্রসঙ্গত, গত মৌসুমে আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টের হয়ে দারুণ ফর্মে ছিলেন একিতিকে। বুন্ডেসলিগায় ৩৩ ম্যাচে করেছিলেন ১৫ গোল।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR